4) মানবতাবাদ কীভাবে একটি জীবন সম্পর্কে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিল?

⇒ পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালি মানবতাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই মানবতাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল "Secular" ও "Civic Humanism"। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র কেন্দ্রিক মানবতাবাদীর একটি বৃত্ত রচিত হয়েছিল। অন্যদিকে প্রসারিত অর্থে মানবতাবাদ কোনো বৃত্তের মধ্যে থেকে শুধু বৃত্তবদ্ধ মানুষের প্রতি মানবতাবাদ দেখায়নি। 'Civic Humanism' থেকে গড়ে ওঠে নাগরিক বোধ। নগরের মানুষের জীবন যাপন ও নৈতিকতার মান কীভাবে এবং কেন বজায় রাখবেন রাষ্ট্রনায়কেরা তা নিয়ে যে বিস্তার আলোচনা হয়, তা থেকেই গড়ে ওঠে Civic Humanism. আসলে একটা বড়ো বিষয়ের আলোচনার ভিতরে তার যে ছোট ছোট অংশ থাকে, সেই সব বিষয়ের প্রতি নজর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইতালি তথা ইউরোপে কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার উত্থান হল এবং কীভাবে তা "Political, Social, ideology" সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নেই, কিন্তু বিষয়টি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। সে জন্য এই বিষয়ে জানতে হবে জাতীয় রাজতন্ত্রের উত্থানের ইতিহাস এবং Absolutice state এর উদ্ভবেরকারণ। রেনেসাঁসের প্রভাবের ভিতর যে, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ ছিল তা থেকে জন্ম নিয়েছিল মুক্ত চিন্তা এবং গড়ে উঠেছিল সৌলবাদের বিরুদ্ধে আক্রমন শুরু হওয়ার পটভূমি। এর ভিতর দিয়েই আছে বিজ্ঞান চেতনার উত্থান। মহাবিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পোপের কর্তৃত্ব কে challange জানানো শুরু হয়। ইতিমধ্যে "Civic Humanism' - এর উত্থান মানুষের প্রতি শাসকের যে সদয় হওয়া উচিত সে বিষয়টি আরও বেশি করে প্রকাশিত করেন। এর ফলে নগরী পরিচালনার ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায়। এই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি শাসকেরা গ্রহন

করতে শুরু করেছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে। যদি তার ওঠা জাতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের জনগণের সমর্থন জরুরি ছিল। Absolutely State যে ধরনের স্বৈরাতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিল তাতে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করেছিল। কারণ এই নতুন রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে ধর্ম নয় রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল মানব সমাজের চালিকা শক্তি। এটি ছিল লোকেদের মনন কল্যাণের একটি সক্রিয় প্রচেষ্টা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সমসময়ের দার্শনিকদের বিভিন্ন লেখায় দ্বারা রাষ্ট্রনায়কেরা প্রভাবিত হয়েছিলেন ধীরে ধীরে জন্ম হয়েছিল আলোকিত স্বৈরাতন্ত্রের। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকীতে নানা ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে এই ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ বা Civic Humanism (পৌর/নাগরিক মানবতাবাদ) বিশেষ বিস্তার লাভ করে এবং ইউরোপ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে এক নতুন রাষ্ট্রগঠনের দিকে। West failleir চুক্তির পর এই আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। Absolutism এর সংকটও শুরু হয়। এই প্রথম ইউরোপে নাগরিক সমস্যার দিকগুলি মানবিকতার খাতিরে আলোচিত হতে থাকে।

জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানের ফলে আঞ্চলিক ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টির উত্থান কীভাবে হয় এবং কীভাবে শিথিল হয়ে আসে কট্টর ধর্মকেন্দ্রিকতা সেই সব বিষয় সম্পর্কে জানা যায় এবং সেই সঙ্গে জানা যায় এক নব সংস্কৃতির উত্থান সম্পর্কে। এই সংস্কৃতি একান্তই জীবন মুখী হয়ে ওঠে। ও সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে। যে সাহিত্যে যুক্তিবাদী, জীবনমুখী ও ধর্মনিরপেক্ষ মননের জয়গান তোলেছিল। অর্থাৎ রেনেসাঁসের ছোঁয়ায় জেগে উঠেছিল সমগ্র ইউরোপ। পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির।

ইতিমধ্যে রেনেসাঁসের ফলে জ্ঞানের বিভিন্নমুখী বিস্তার ঘটায় মানবতাবাদী আন্দোলনের হাত ধরে উঠে এসেছিল নতুন চিত্রকলা, স্থাপত্য শিল্প। বণিকরা ও বাণিজ্যকামীরা, রাজারা আগ্রহী হয়ে উঠেছিল স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রভৃতি বিষয়ে। বস্তুত জ্ঞানের বিস্তারের প্রতি, ভাস্কর্যের প্রতি উদারতা সেই আমলের রাজাদের "fashion" হয়ে উঠেছিল।

বিশেষ করে ফরাসী দেশে এর চর্চা উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের রাজাদের অসম প্রচেষ্টা কিন্তু মানবতাবাদের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকীর স্বাতন্ত্র্য, তাৎপর্য, বিশেষ করে নীতিকে কেন্দ্র করে যে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার নির্মাণ তত্ত্ব কাজ করেছিল বিশেষ করে Civic Humanism এর পৃষ্ঠভূমি।

Civic Humanism ইউরোপে ইতিহাস চর্চার গতি প্রকৃতিকে পাল্টে দেয়। এর ফলে ইতিহাস আর ধর্মীয় ইতিহাস থাকল না। লিওনার্দো-Bruni, Flavio – Biondo, (পঞ্চদশ শতকী) এবং Machiavalli ও Guicciardini (ষোড়শ শতকীর প্রথম ভাগ) প্রমুখ ব্যাখ্যাকররাই ইতিহাস নতুন ব্যাখ্যা গড়ে তোলেন Civic Humanism এর আলোয়। এই মানবতাবাদ কিন্তু নিখুঁত যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দেয়। যদিও অনেকে এমত স্বীকার করেন না। মানবতাবাদ নিয়ে এই আলোচনার ফলে জ্ঞান ও নীতিবোধের প্রতি, মানুষের মনুষত্বের প্রতি জ্ঞান বাড়ে। এর ফলে একমাত্র Christ যাজকের বাণীই একমাত্র সত্য এই ধারণাই ক্ষয় হতে থাকে। খ্রীস্টীয় নীতিবোধ তথা আধ্যাত্মিক নীতিবোধের বাইরে গড়ে ওঠে সামাজিক নীতিবোধ। এর দ্বারা ভাষার যেমন উন্নতি হয় তেমনি উন্নতি লাভ করে সমালোচনা। এই সমালোচনার উন্নতি ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে জোরালো করে এবং পরবর্তীকালে আলোকিত স্বৈরাতন্ত্রের বীজ বপন করে। ইতিহাস সূত্র অনুসারে দেখা যায় যে লুথার, ক্যালভিনিস্ট এবং অ্যাংলিকান, যাজকেরা রেনেসাঁস নন্দিত এই মানবতাবাদ দ্বারা কমবেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ক্যাথলিকরাও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি। প্রোটেস্টানদের মতো ক্যাথলিক রাও স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে মানবতাবাদী শিক্ষা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার। বিশেষ করে জনসাধারণের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানে বা কোনো

সরকারী দপ্তরে মানবতাবাদী শিক্ষায় অভিজ্ঞ প্রশাসক-দের প্রয়োজনে। যারা শাসকের ও ধর্মযাজকদের তাদের ধারণা ও জ্ঞানের দ্বারা সাহায্য করবে। এর দ্বারা তারা ধর্মান্ধতার দ্বারা পরিচালিত হত না। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় একটি ভারসাম্য রক্ষা পাবে এবং সুষ্ঠভাবে পৌরনীতি পরিচালনা হবে। এই ভাবেই Civic Humanism বা নাগরিক মানবতাবাদ জীবন সম্পর্কে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।